

THE SPIRIT OF HOLY (!) JIHAD: LIKE FATHER-in-law LIKE SON-in-law!

By Jahed Ahmed
anondomela@yahoo.com

Lately, he has been reported to involve in a conspiracy against Bangladesh and USA. He has been known to associate himself closely with a militant Islamic organization*. YET he has been released immediately after being arrested! Reason? Plain & simple! The scoundrel Mufti Niyamot Ullah happens to be the dearest son-in-law of the murderer (*remember the murder of police constable Badshah Miah in Jamia Muhammadiyah Arabia Madrassah Complex, Dhaka, on February 3, 2001? The case was thrown out soon after the caretaker government sworn into the office in July 2001*) mullah Shaikul Hadis Maolana Azizul Hoque. And that means what? Of course, a great deal to our (moderate Islamic?) nationalist leader Begum Khaleda Zia since mulla Azizul Hoque is the leader of a faction of Islamic Okya Jot, a partner of the four party alliance on which present government is formed. Thus, in one sense, militant Mufti Niyamot, the dearest son-in-law of murderer mullah Azizul Hoque, can't be held back in custody for long by Khaleda Zia reason being after all any time Niyamot could claim her as his mother-in-law.

I wonder, why is this- all the reactionary, backward and terrorist activities have been associated with names such as mufti, shaikul hadis, maolana even in our beloved country Bangladesh? Is the answer as simple as the popular self-deceiving cliché: this is simply a Western/Jewish propaganda and nothing to do with reality?

Lastly, to readers: what kind of propaganda (?) is the following?

Beware, Bangladesh will no more exist and will become India's province if you (government) do not declare the Ahmadiyyas non-Muslim immediately!

-Mufti Fazlul Hoque Amini

Source: Daily Star.

Who says, **Indiaphobia** is a flop trick in Bangladeshi politics?

*Read editorial (01/23/2004) of daily Prothom Alo. Go to www.prothom-alo.com (click sompadokio)

মুফতি নিয়ামত উল্লাহ মুক্ত

তদন্তের আগেই ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে কেন?

আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মুফতি নিয়ামত উল্লাহ রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতার সঙ্গে জড়িত বলে গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে স্পষ্ট উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও পুলিশ তাকে আটকের পর উর্ধ্বতন মহলের নির্দেশে ছেড়ে দেওয়ায় আমরা উদ্ভিগ্ন। সেই সঙ্গে দিনাজপুরের চাঞ্চল্যকর বোমা বিস্ফোরণ ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃত ছয় আসামিকে সিআইডির দায়েরকৃত চার্জশিট থেকে অব্যাহতি প্রদান এবং আদালতে সরকারি উকিলের আপত্তি না জানানোর ঘটনাও আমাদের বিস্মিত করেছে।

নিয়ামত উল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে তিনি একটি ইসলামি জঙ্গি গ্রুপের নেতা। তিনি তার মাদ্রাসার ছাত্রদের নিয়ে সারা দেশে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিলেন। মুফতি নিয়ামত উল্লাহকে গ্রেপ্তার করেও ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি রহস্যজনক। তিনি চারদলীয় জোটের শরিক দল ইসলামী ঐক্যজোটের একাংশের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হকের জামাতা। আমাদের প্রশ্ন, এটাই কি তাকে ছেড়ে দেওয়ার কারণ? তার কাছ থেকে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা এমন কিছু দলিল উদ্ধার করেছেন যাতে তার বিরুদ্ধে সহজেই রাষ্ট্রবিরোধী মামলা করা যেত। তা না করে তাকে ছেড়ে দেওয়ার ফলে দেশে মৌলবাদী জঙ্গি তৎপরতাই কেবল উৎসাহিত হবে না, এ পদক্ষেপ সরকারের ভাবমূর্তির জন্যও ক্ষতিকর হবে।

বিগত কয়েক বছরে দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি বড় ধরনের বোমা হামলার ঘটনা ঘটলেও আজ পর্যন্ত এর একটিরও কিনারা হয়নি। এসব ঘটনার পর বেশ কজন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু এরপর কী ঘটেছে তা আমাদের অজানা। আমরা কেবল জানি, বোমা হামলার ঘটনাগুলো রহস্যের আঁধারেই রয়ে গেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি দিনাজপুরে বোমা হামলা ঘটনার মামলার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে।

আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, দেশে জঙ্গি সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধ করতে হলে বোমা হামলা ঘটনাগুলোর রহস্য উ-ঘাটন করতে হবে। এসব ঘটনার সঙ্গে যে বা যারাই জড়িত থাক না কেন তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। সুষ্ঠু তদন্তের আগেই গ্রেপ্তারকৃতদের ছেড়ে দেওয়া চলবে না। ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে 'উর্ধ্বতন মহলের নির্দেশ' কোথা থেকে আসে তা উ-ঘাটন ও হোতাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। সরকার যদি সত্যিই আইনশৃঙ্খলার উন্নতি চায় তাহলে তাকে এ ব্যাপারে আন্তরিকতার পরিচয় দিতে হবে।

Also read the article by columnist/journalist/researcher Sayed Abul Moksud under editorial in the same issue of the above newspaper.

সহজিয়া কড়চা

সৈয়দ আবুল মকসুদ

একি বিভীষিকা! এ কেমন দেশ!

উনিশ শতক ও কুড়ি শতকের প্রথম দিকের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি মনীষীদের এনলাইটেনড আইডিয়ালিজম বা সংস্কারমুক্ত আদর্শবাদের অযোগ্য উত্তরাধিকারী আমরা। তাদের চিন্তা ও পথ থেকে আমরা শোচনীয়ভাবে বিচ্যুত। আমাদের সেই সব প্রাতঃস্মরণীয় পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে আমরা পেয়েছিলাম স্বাধীনতা ও মুক্তির আদর্শ, ভ্রাতৃত্ববোধ, সুন্দরের ধারণা ও উচ্চতর নৈতিকতা। তাদের প্রদর্শিত শিক্ষার আলোতে ইতিমধ্যে আমাদের উচিত ছিল আরো অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া, কিন্তু আমরা যেন ক্রমাগত করে চলেছি সর্বান্তকরণে পিছিয়ে যাওয়ার সাধনা। সীমাহীন দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও দুঃখ-ক্লেশময় আজকের এই অভিশপ্ত ও বিভীষিকাময় অবস্থা ১০০ বা ৫০ বছর আগেও কেউ কল্পনা করতে পারেনি। পরিস্থিতি বর্ডার লাইন বা প্রান্তস্থ সীমা অনেক আগেই অতিক্রম করেছে।

২০০৪ খ্রিষ্টীয় অব্দের প্রথম ১৭ দিনের জাতীয় দৈনিকগুলোর একটি করে কপি একটি থলেতে ভরে যে কোনো দেশে নিয়ে গিয়ে যদি সেখানকার ভাষায় অনুবাদ করে বিতরণ করা যায় তা হলে প্রত্যেকটি পাঠক আঁতকে উঠে বলবে : একি বিভীষিকা! এ কেমন দেশ গো! ও দেশে কি কোনো সরকার বা প্রশাসন নেই?

শুক্রেবার সকালে ঢাকার বাইরে যাচ্ছিলাম। কাগজ দেখে বেরণতে পারিনি। সোনারগাঁ-পাহুপথের ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়ি থামতেই দু-তিনটি শিশু-হকারের হাতে দেখলাম জাতীয় দৈনিকগুলোর রক্তমাখা শিরোনাম : খুলনার সাংবাদিক মানিক চন্দ্র সাহার রক্তে সয়লাব সংবাদপত্র, ঢাকার রাজপথ এবং গোটা বাংলাদেশ। বোমার আঘাতে মানিক সাহার মাথা তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাজপথে ছিটকে পড়ায় খুলনার মানুষ ক্রোধে ক্ষোভে ফেটে পড়লেও সারা দেশের মানুষ এখনো ক্ষোভে জ্বলে ওঠেনি। হয়তো তারা হতভম্ব, তাই কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। এমন সময়ও ছিল, যখন এ ধরনের একটি ঘটনায় গোটা দেশ উত্তাল হয়ে উঠত। আজ তা হয় না। হজরত শাহজালাল (রঃ)-এর মাজার প্রাঙ্গণে ওরসের মধ্যে বোমা বিস্ফোরণে শুক্রেবার পর্যন্ত মারা গেছেন চারজন। ঢাকার আরামবাগে এক বিখ্যাত পীরের সম্মেলনে আসা একটি বাসের ভেতর এক বোমা বিস্ফোরণে আহত হয়েছে চারজন, বড় রক্তপাতও হতে পারত। অন্যদিকে বায়তুল মোকাররম চত্বরে খতমে নবুওয়াত মহাসম্মেলনে ঘোষণা করা হয় : ২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সরকার জাতীয় সংসদে বিল এনে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা করতে ব্যর্থ হলে আগামী ১৭ মার্চ সচিবালয় ঘেরাও করা হবে।

সম্মেলনে বক্তারা বলেন, আলেম-ওলামাদের বাদ দিয়ে কেউ ক্ষমতায় আসতেও পারবে না, থাকতেও পারবে না। কাদিয়ানিদের তাদের নির্মিত সকল উপাসনালয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না এবং এসব উপাসনালয় মুসলমানদের নামাজের জন্য খুলে দেওয়া হবে। সমাবেশে জোট সরকারের অংশীদার ইসলামী ঐক্যজোটের সভাপতি ও সাংসদ ফজলুল হক আমিনী বলেছেন, হুঁশিয়ার, আহমদিয়াদের অমুসলমান ঘোষণা না করলে বাংলাদেশ থাকবে না এবং এটি ভারতের একটি প্রদেশ হয়ে যাবে [Beware, Bangladesh will no more exist and will become India's province if you (government) do not declare the Ahmadiyyas non-Muslim immediately. - The Daily Star.]

এ বক্তব্যের সরল অর্থ এই যে, একাত্তরে কালুরঘাটে এক ঘোষণায় এ দেশের মানুষ স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছে, সেই স্বাধীনতা আহমদিয়ারা নস্যাত্ব করে দিয়েছে, এবার আরেকটি ঘোষণা প্রচারিত হোক যাতে স্বাধীনতাটি রক্ষিত হয়। তা না হলে দেশটি আবার পরাধীন হয়ে যাবে। তবে পার্থক্য হলো, আগে ছিল পাকিস্তানের দখলে, এবার হবে ভারতের প্রদেশ।

কোনো দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিয়ে এ জাতীয় পরিহাস পৃথিবীর আর কোথাও হয়েছে বলে আমরা শুনিনি। কোনো সম্প্রদায়ের লাখ খানেক মানুষের ধর্মীয় পরিচিতির সঙ্গে ১৪ কোটি মানুষের স্বাধীনতার প্রশ্ন যদি একাকার হয়ে যায়, তারচেয়ে করুণ ব্যাপার আর কী হতে পারে?

এত বড় সব ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে তা সরকারের আচরণ দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই। দেশ যদি যায় যাক, সরকার মানুষের কল্যাণের জন্য প্রতিদিন বিরাট বিরাট কাজে হাত দিচ্ছে। হাত দিক বা না দিক সরকার বড় বড় ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে এবং অনবরত তাদের পরিকল্পনার ঘোষণা দিয়েই যাচ্ছে। নতুন বছরের দু সপ্তাহের মধ্যে যেসব শুভ ঘোষণা অযাচিতভাবে জনগণের কানে পৌঁছেছে, তার মধ্যে রয়েছে ঢাকা-চট্টগ্রাম ম্যাগনেটিক ট্রেন চালু, ঢাকা মহানগরীতে পাতাল রেললাইন স্থাপন, জাতীয় সংসদের আসনসংখ্যা ৩০০ থেকে বাড়িয়ে ৪৫০ করা প্রভৃতি। সে জন্য সংবিধান সংশোধনের সকল আয়োজনের কথা ঘোষিত হয়েছে।

দেশের বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে যখন জনগণ চায় ছোট ছোট কল্যাণমূলক কাজ, দ্রব্যমূল্যের সামান্য নিয়ন্ত্রণ, ন্যূনতম নিরাপত্তা; তখন ম্যাগনেটিক ট্রেন, পাতাল রেললাইন, সংবিধান সংশোধন করে আসনসংখ্যা বাড়ানো প্রভৃতির কথা শুনে কয়েকদিন যাবৎ আমার মনে পড়ছে ভারতচন্দ্রের সময়ের এক পাঁচালির দুটি পঙ্ক্তি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাংলা ভাষা খ্রিষ্টান মিশনারি ও সংস্কৃত পণ্ডিতদের হাতে পড়ার আগে জনগণের মুখের ভাষায় রচিত হতো সাহিত্য। শব্দ ব্যবহারে শ্রীলতা-অশ্রীলতার প্রশ্নে কোনো কঠোরতা ছিল না। পাঁচালির পঙ্ক্তি দুটি এ রকম :

সত্যপীর বলে আমি শিল্পি নাহি খাব।

ভক্তগণ বলে তোমার পোণ্ডায় গুঁজে দিবে

অর্থাৎ সত্যপীর তার উপদেশ ও আশীর্বাদ বিতরণ করে শিল্পি না খেয়েই ভক্তদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। নাছোড় ভক্তমণ্ডলী গামছায় পোঁটলা করে শিল্পি তার পাছায় বেঁধে দিতে ব্যাকুল হয়ে পড়েছে, যাতে তিনি বাড়ি ফিরে পীরমাতাকে সঙ্গে নিয়ে একত্রে বসে খেতে পারেন। সত্যপীরের ইচ্ছা বড় নয়—ভক্তদের দাবিই প্রধান। সত্যপীরের দশা হয়েছে আমাদের জনগণের। জনগণের যা এ মুহূর্তে প্রয়োজন নেই তাদের মধ্যে তা-ই গুঁজে দিতে সরকার বদ্ধপরিকর।

১ কিলোমিটার ম্যাগনেটিক রেললাইন বসাতে কত টাকা লাগে সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা আছে শুধু জাপানের সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী ও আমাদের বর্তমান যোগাযোগমন্ত্রীর। ১ কিলোমিটার পাতাল রেললাইন নির্মাণ করতে কত সময় ও কত টাকা লাগে সে সম্পর্কে ধারণা আছে পশ্চিমবঙ্গের জ্যোতি বসু আর আমাদের যোগ্য যোগাযোগমন্ত্রীর। জনগণের এসব বিষয়ে কোনো ধারণা নেই। কিন্তু সংসদের আসনসংখ্যা ৩০০ থেকে বাড়িয়ে ৪৫০ করলে খরচাপাতি কী হতে পারে সে ব্যাপারে জনগণ ধারণা করতে পারে। ১৭ জানুয়ারি একটি জাতীয় দৈনিক তার শীর্ষ সংবাদে লিখেছে, সাড়ে চারশ আসনের সংসদ হলে খরচ বাড়বে অতিরিক্ত ৩০০ কোটি টাকা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, “নতুন দেড়শ আসন বৃদ্ধির সঙ্গে আরো একশ পঞ্চাশটি ট্যাক্স ফ্রি গাড়ির সুবিধা দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে গাড়িপ্রতি ৫০ লাখ টাকার ট্যাক্স মওকুফ করা হলে সরকার ৭৫ কোটি

টাকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হবে। সাধারণত ট্যাক্স ফ্রি সুবিধা নিয়ে কেউ কম দামি গাড়ি ক্রয় করে না। অনেক ক্ষেত্রে বিপুল অঙ্কের বিনিময়ে ট্যাক্স ফ্রি সুবিধাটি বিক্রি করে দেওয়া হয়। নতুন আসনের জন্য জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকাগুলোকে পুনর্নির্ন্যাস করতে হবে। বাড়তি আসনের নির্বাচনী ব্যবস্থায় প্রতি নির্বাচনে কমপক্ষে ৩০ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ হবে। ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সে সংসদ সদস্যের মর্যাদা ১৩তম স্থানে। যা সরকারের সর্বোচ্চ পদ 'সচিব' থেকে চার ধাপ ওপরে। আর এ কারণে প্রশাসনে আরো দেড়শ প্রভাবশালী ব্যক্তির বাড়তি চাপ সৃষ্টি হবে। এসবের বাইরেও প্রতি মাসে সরকারি কোষাগার থেকে আরো বিপুল পরিমাণ টাকা দিতে হবে এমপিদের পারিতোষিক ও সম্মানী হিসেবে। বর্তমানে একজন সংসদ সদস্য প্রতি মাসে প্রায় ৩৫ হাজার টাকার সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। এর মধ্যে পারিতোষিক হিসেবে ১০ হাজার টাকা, আসন ভাতা হিসেবে ৫ হাজার, আপ্যায়ন ২ হাজার, অফিস ভাতা ৬ হাজার, টেলিফোন ৬ হাজার, অধিবেশন চলাকালীন উপস্থিতির জন্য পাঁচশ অনুপস্থিত থাকলে আড়াইশ, ভ্রমণ ভাতা প্রতি কিলোমিটারে ছয় টাকা করে পেয়ে থাকেন। বিমান ও রেলের ফ্রি টিকিট না নিলে প্রতি এমপি বার্ষিক ভ্রমণভাতা ৪০ হাজার টাকা পেয়ে থাকেন। যা প্রতি তিন মাস পর ১০ হাজার টাকা করে ওঠানো যায়। এ ছাড়া মেডিকেল খরচ তিনশ টাকাসহ আরো কিছু সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন।" (আজকের কাগজ)

এই লিস্টের সুবিধা এবং এর বাইরে অলিখিত ও অকল্পনীয় আরো যা যা আছে তার জন্যই আসনসংখ্যা সাড়ে চারশ শুধু নয়, হাজার বা ৫ হাজার করার উদ্যোগ যে নেওয়া হয়নি সে জন্য বরং জনগণ বিস্মিত হয়েছে। 'সংসদে আসন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে প্রথম আলো লিখেছে, 'যেখানে ৩০০ জন সাংসদকে নিয়েই কোরামের অভাবে যথাসময়ে অধিবেশন শুরু করা যায় না, সেখানে সাংসদের সংখ্যা আরো বাড়িয়ে কী ফায়দা হবে? তা ছাড়া সাংসদদের বিরাট অংশ যে টেলিফোন ভাতা নিয়েও ফোন বিল পরিশোধ করেন না, টিঅ্যান্ডটির কাছে তাদের বকেয়া বিলের পরিমাণ যে বছরে বছরে জমে উঠছে, সেটা কমবে, না বাড়বে, যদি সাংসদের সংখ্যা আরো বাড়বে?'

এ প্রশ্ন শুধু প্রথম আলোর সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠানের নয়, গোটা দেশের সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন সকল মানুষের। সময়ের প্রয়োজনে সব দেশেই সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তন করা হয়, কারণ সংবিধান কোনো ঐশী বাণী নয়, এর পরিবর্তন-সংশোধন সব দেশেই জায়েজ। কিন্তু সংবিধানের মতো দলিলের আমূল পরিবর্তন দলবিশেষের মর্জিমতো হতে পারে না। সে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যতই থাকুক। সংবিধানের শরীরে হাত দিতে গেলে সব দেশের সব সরকারের নেতারা একশবার ভাবেন, ছুট করে কিছু করেন না। বাংলাদেশে সংবিধান সংশোধনের খারাপ দৃষ্টান্ত রয়েছে। অদ্বিতীয় জনপ্রিয় নেতা এবং সুয়ং রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বিচার-বিবেচনা না করে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী এনে শুধু জনপ্রিয়তা যে হারালেন তা নয়, নিজের দলের ও নিজের সর্বনাশ ডেকে আনলেন। এমনকি মর্মান্তিক মৃত্যুর পরও ইতিহাসের কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হচ্ছে।

দেশের প্রতিদিনের জ্বলন্ত সমস্যার সমাধান না করে সংবিধান সংশোধন, ইসলামি জঙ্গি সংগঠনগুলোর আবদারের কাছে আত্মসমর্পণ করে জোট সরকারের প্রধান দলটি যে পথ বেছে নিয়েছে, তাতে সরকার পতনের আন্দোলন আওয়ামী লীগের করতে হবে না। আওয়ামী লীগের আলাটিমেটামের চেয়ে আহমদিয়াদের সম্পর্কে ইসলামি ঐক্যজোটের আলাটিমেটাম অনেক বেশি বিপজ্জনক। আশা করব, আজকের বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে সরকারের নীতিনির্ধারণকরা আর একটু সুবিবেচনার পরিচয় দেবেন।

সৈয়দ আবুল মকসুদ : লেখক, গবেষক ও সাংবাদিক।